উত্তমকুমার পরিচালিত
সলিল দত্ত প্রযোজিত

শুধু একটি বছর

উত্তমকুমার পরিচালিত
সলিল দত্ত প্রযোজিত

শুধু একটি বছর

সলিল দত্ত প্রযোজিত ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় নিবেদন

শুধু একটি বছর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় : **উত্তমকুমার**

কাহিনী ও গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ● সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জী

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ০ সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় শব্দানুলেখন : সোমেন চট্টোপাধ্যায় ০ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ০ শিল্প-নির্দ্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী ০ কর্ম্মসচিব : সমর ঘোষ ০ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ, প্রণব বসু ০ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ০ পটশিল্পে : কবি দাশগুপ্ত কেশ-বিন্যাস : লিণ্ডা ও মার্গারেট ০ নৃত্য পরিকল্পনা : ববি দ.স ০ কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি ও সিপ্রা বসু ০ আবহসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

নায়ক-নায়িকা : **উত্তম ● সুপ্রিয়া**

অন্যান্য চরিত্রে : জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, সর্বেন্দর, সুব্রতা, দীপিকা দাস, অমর মল্লিক, আশা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, মেনকা দেবী, শৈলেন গাঙ্গুলী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ববি দাস, সমর ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, টুলু সেন, গোপী ব্যানার্জী রমেশ মুখার্জী, দীপিকা ভট্টাচার্য্য, নিভাননী দেবী ও বেবী গুপ্তা।

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্তী, বিবেক রায় ॥ চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস, অমর বসু, বাইরী, ক্ষেত্র, কানাই ॥ সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ॥ রূপসজ্জায় : মুন্সিরাম, বট্ গাঙ্গুলী ॥ শিল্প-নির্দ্দেশে : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রাম দাস ॥ দৃশ্যসজ্জায় : বৈজু সরদার, ছেদী শর্ম্মা ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুশীল দাস, ত্রৈলোক্য দাস, শিবাজী দাস হরি সরকার, ॥ মোটর রেস ধারা-বিবরণী : বেরী সর্ব্বাধিকারী।

অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ ॥ দৃশ্যসজ্জায় : সুবোধ দাস ॥ প্রচার পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার শিল্পী : পুণ্যজ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র ক্যামেরা ফটোগ্রাফী, তারা দাস।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

Royal Calcutta Turf Club, LtCol. J. M. HOWSON, LtCol. R.N. BOSE. Calcutta Motor Sports Club, Mrs N DAVIS, R.F. Davis, M.G. SATTO, R. M. Willonghly, HANSA LINES—S. B. Roy, H DAVIS, R. BELL, D. JONES, Sulrata Bose, Tekchand.

কলিকাতা পুলিশ বিভাগ, সত্যজিৎ রায়, আর-ডি-বনসাল, জিৎ পাল, রাজা রায়চৌধুরী, দীপক বসু, জোড়াসাঁকো রাজবাটী, চৌরঙ্গী সেলস ব্যুরো, লেক প্যালেস [উদয়পুর], চন্দ্র সিং ও মিঃ কাপুর [উদয়পুর], বীরেন গুপ্ত, অজামিল খাঁন, এ, এল, বিশ্বাস, ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস, অসিত এণ্ড অসিত, পি-সি-চন্দ্র। টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

মুদ্রণে : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।

একমাত্র পরিবেশক • চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

কাহিনী

ধনীদুহিতা অতি আধুনিকা জয়া রায় তাঁর খেয়ালখুশী নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। মাথার ওপর অভিভাবক বলতে কেউ নেই আছে শুধু আঠারো লক্ষ টাকা, বিরাট বাড়ী আর বিরাট গাড়ী।

সঞ্জয় চৌধুরীরও মাথার ওপর কেউ নেই কিন্তু সম্পত্তি আছে বাইশ লক্ষ টাকার।

দুজনেই বয়সে নবীন।

নিজেদের পরিবেশে দুজনেই ছিলেন মনের আনন্দে এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দুজনের কাছেই এল একটি চিঠি—এটর্ণির নির্দেশ।

জয়া রায়ের চিঠির মর্মার্থ হচ্ছে তিনি যদি সঞ্জয় চৌধুরী নামে একটি যুবককে বিবাহ না করেন ও তাঁর সঙ্গে এক বছর দাম্পত্য-জীবন যাপন না করেন তাহলে তাঁর পিতামহের উইলের নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া আঠারো লক্ষ টাকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। সঞ্জয় চৌধুরীর চিঠিতে একই নির্দেশ। হয় জয়া রায়কে বিবাহ নাহলে বাইশ লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত। জয়া ও সঞ্জয় স্বনামে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত না থাকলেও সাক্ষাৎ তাদের ইতিপূর্বে হয়েছিল যদিও সে সাক্ষাৎ প্রীতির হয়নি মোটেই।

জয়া সঞ্জয়ের গাড়ীর হর্ন

ছিঁড়ে নিয়েছিল। একটি ছোট গাড়ী নিয়ে জয়ার বিরাটবপু গাড়ীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অপরাধে। সঞ্জয়ও জয়ার গাড়ীকে দুর্ঘটনার প্রায় মুখে ঠেলে দিয়ে শেষ অবধি এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর রেসের মাঠে জয়া রায়ের হাতের একটি চপেটাঘাত হজম করতে হয়েছিল সঞ্জয়কে।

সুতরাং ভাগ্য যখন তাদের পরস্পরকে পরিণয়-সূত্রে বাঁধতে চাইল তখন জয়া রায় প্রথমে ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু একদিকে বাইশ লক্ষ অপরদিকে আঠারো লক্ষ টাকা হারাবার আশঙ্কা যখন প্রবল তখন জয়ার আপত্তির ঝড় আপোষের সর্তে প্রশমিত হ'ল।

সর্তের মধ্যে একটি ছিল, এক বছর পরে তাদের মধ্যে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত হ'ল বাইরের দশজনের কাছে দাম্পত্যজীবনের অভিনয় নিখুঁতভাবে বজায় রাখলেও রাত্রে তারা পাশাপাশি দু'টি ঘরে শয্যা-গ্রহণ করবে এবং এই দু'টি ঘরের মাঝখানের দরজাটি জয়ার দিক থেকে বন্ধ রাখা হবে।

পাড়ার পিসিমা, পেটুক মেসোমশাই, নিষ্ঠাবতী মাসিমা তাঁদের কৌতুকময়ী দুই মেয়ে রুনু ঝুনু, পুরাতন ভৃত্য জগুদা আর পরিচারিকা মোক্ষদার কথাবার্তা ও সমাদর অতি আধুনিকা জয়ার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।

জয়া শ্বশুর বাড়ী থেকে পালাল। এদিকে বৌভাত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি তখন সুরু হয়ে গেছে।

এক পুলিশবন্ধুর সাহায্যে সঞ্জয় জয়াকে ভয় দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল। জয়া ফিরে এলেও বৌভাতের অনুষ্ঠান মুলতবী রাখা হ'ল। কারণ জয়া আর এখানে থাকতে রাজী নয়। ঠিক হ'ল জয়া যাবে রাজস্থান বেড়াতে।

কিন্তু উদয়পুরে এসে জয়া দেখল, সঞ্জয় এসে সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে। সেখানেও জয়ার ভাগ্যে জুটল সঞ্জয়ের এক পাতানো মেসোমশাই আর মাসিমা।

তবু উদয়পুরের মনোরম প্রকৃতি জয়ার মনে কিছুটা শান্ত প্রভাব বিস্তার করছিল। এমন সময় সেখানে জয়ার সঙ্গে তার আগেকার বন্ধু সুজিতের দেখা হয়ে গেল। সুজিতের আবির্ভাবে পুনরায় মেতে উঠল জয়া।

কী যেন হয়েছে সঞ্জয়ের। জয়ার মন জয় করা বুঝি তার সাধ্যাতীত। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সঞ্জয়। উদয়পুর থেকে ফিরে এল তারা। এদিকে জয়ার সঙ্গে সুজিতের মেলামেশা যত বাড়তে লাগল সঞ্জয় যেন ততই নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগল। অদ্ভুত একটি পরিবর্তন এসেছে সঞ্জয়ের মধ্যে।

একদিন রাত্রি এগারটার পর জয়া যখন সুজিতকে নিয়ে বাড়ী ফিরল তখন সঞ্জয় হঠাৎ সুজিতকে মেরেই বসল।

এদিকে এক বছরের মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দুজনের মধ্যে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হওয়ার

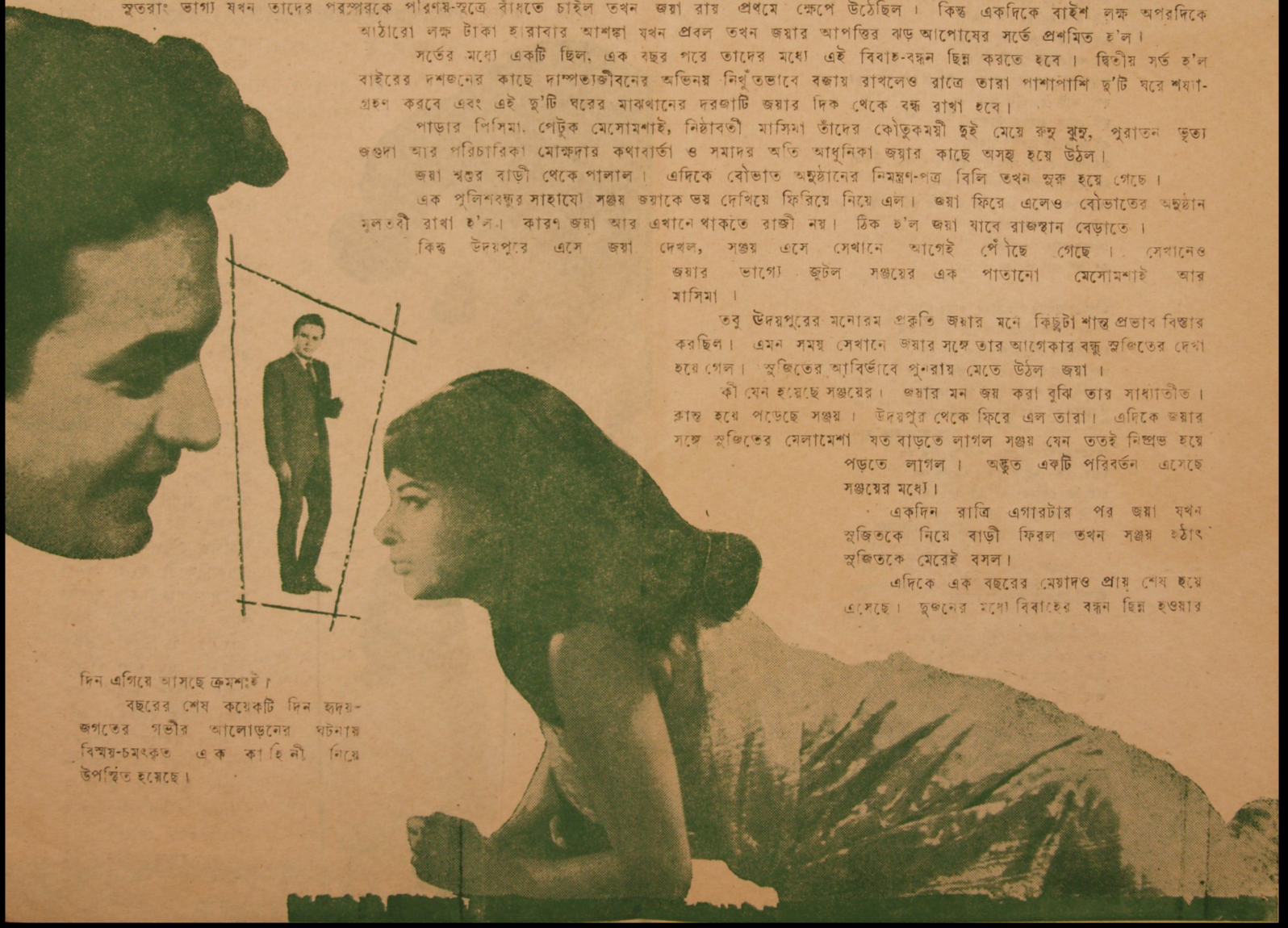

দিন এগিয়ে আসছে ক্রমশঃই।

বছরের শেষ কয়েকটি দিন হৃদয়-জগতের গভীর আলোড়নের ঘটনায় বিস্ময়-চমৎকৃত এক কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সঙ্গীত

[১]

কতদূর, বন্ধুর দেশ কতদূর, আমি সেথা যাই
এই জীবনের রং যদি বদলায়,
তবু মনকে সবুজ করে রাখবো,
এই আমিতেই চিরদিন থাকবো।
জাননাত যেতে হবে কোন দূর, বন্ধু যে হবে পথ বন্ধুর
বাধা নাই যে, চলি তাই যে,
দুটি চোখে রামধনু আঁকবো।
এই আমিতেই চিরদিন থাকবো।
প্রজাপতি তোর পাখ্না, রঙে রঙে ভরে রাখ না
মন উড়ে যায় রঙিন পাখায়—থাক্ না।
বেদুইন বলাকা যে চঞ্চল, তারই সাথে ভেসে মোর মন চল
গাই গান যে, ভরে প্রাণ যে,
সুদূরকে কাছে শুধু ডাকবো
এই আমিতেই চিরদিন থাকবো।

[২]

আহা দে সুপারি আলতা দে, খয়ের চুঁচি পান
নাকের নোলক দুলছে নাত বৌ করেছে মান
মান করেছে বৌ, ওগো বৌ করেছে মান।
পাল্‌কি চড়ে যাবে যে বৌ বাপের বাড়ীতে
পাল্‌কি যদি না আসে ত' গরুর গাড়ীতে
নাকে যে খৎ দিয়ে দাদা ধরল দুটি কান
তবু ভাঙলনাত' মান।
শিবরাত্রের উপোষ গেছে শুকিয়ে গেছে মুখ
বিয়ে করেও নেই ত' দাদার একরত্তি সুখ
বেঁধে নিল কোমর তুলো, সঙ্গে যাবে সে
উড়কী ধানের মুড়কি মোয়া সিধে পাবে সে
যেতে যেতে কেন বৌয়ের আবার পিছু টান
তবু ভাঙল না ত মান।

[৩]

শ্রীমতী সেজেছে অভিসার সাজে
মরি মরি হায় হায়গো
ঘরে মন তাই রয়না. দেরী যেন আর সয়না
নাম ধরে বাঁশি বাজে, মরি মরি হায় হায়গো
শ্রীমতী সেজেছে অভিসার সাজে
আহা মৃদু মৃদু হাসি বয়ানে,
কাজলের রেখা নয়ানে,
দুটি যে ভ্রমর বসে আছে যেন ভাবে ভরা আঁখি মাঝে
নাম ধরে বাঁশি বাজে, মরি মরি হায় হায়গো
শ্রীমতী সেজেছে অভিসার সাজে
ঝনক ঝনক কনক কাঁকন অঙ্গে দোলায় ছন্দ
আহা খোঁপাটি ঘিরিয়া মালতী ছড়ায় গন্ধ
আহা নাগরী গাগরী ভরণে
নূপুর বাজায় চরণে
মন উড়ু উড়ু, বুক দুরু দুরু, ভীরু ভুরু কাঁপে লাজে
নাম ধরে বাঁশি বাজে, মরি মরি হায় হায়গো।

[৪]

স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়
সে আবেশে আমি তাই গান গেয়ে যাই
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়—
চাঁদের মিতা যে ওই মধু জ্যোছনা
চকোরী কেন বোঝনা
আমার দোসর আজ বুঝি কেহ নাই
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়।
ও বাতাস বলে যাও প্রিয়া মোর রয়েছে কোথায়
কস্তুরীর গন্ধ এনে দাও
অনুরাগে রাঙা তার ছোঁয়া যদি পাই—
স্বপ্ন জাগানো রাত মাধুরী ছড়ায়।

[৫]

মোর মিলন পিয়াসী মন
কারে যেন খোঁজে বারে বারে
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ।
সে ত মরীচিকা তারে মিছেই ধরিতে যাই
কেন বালুচর জেনে বাসর গড়িতে চাই
সুরুতেই এত সুন্দর সমাপন।
আলেয়ার হাতছানি, সেত মায়াজাল বোনে শুধু
তারে আলো বলে কেন মানি।
কেন ভুল করে আমি, ভুলেরে বুঝিতে চাই
কাগজের ফুলে মধু যে খুঁজিতে চাই
এ যে হাওয়ার আঘাতে প্রদীপের শিহরণ।

[৬]

যে আমার মন নিয়েছে
সে কি হায় বলতে পারে
কেন এই দশা আমার, এ আঘাত কে দিয়েছে।
বহুয়ার মিষ্টি নেশায়, হল যে মাতাল আঁখি
মনকে অবশ করে, ব্যথা যে ভুলে থাকি।
বলনা তুমি কি মোর হারাণো সেই চোখের মণি
নজরের আড়াল হলেই আমি যে প্রমাদ গণি।
তুমি কি মোর মানসী
রূপসী ললনা, মায়াবী বলনা
ক্ষণিক অতিথি কর যে ছলনা—
(ও বাবা মাতাল হয়ে গেছ)
ললনা বলনা, কেন এ ছলনা
শুনেছি পাষাণ গলে, তুমি পাষাণী ত বলনা।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের আগামী উপহার

সুনীল বসুমল্লিক প্রযোজিত এমকেজির
উত্তরপুরুষ
সন্ধ্যা·বসন্ত·অনুপ·বিকাশ·রবি ঘোষ অভিনীত

উত্তম·সুপ্রিয়া অভিনীত·শ্রীলোকনাথ চিত্রমের
কাল তুমি আলেয়া
পরিচালনা·শচীন মুখার্জী·কাহিনী·আশুতোষ মুখার্জী

এস.এম.ফিল্মসের নিবেদন·কাহিনী সমরেশ বসু
বাঘিনী
পরিচালনা·বিজয় বসু·সঙ্গীত·হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দিলীপকুমার·ধর্ম্মিন্দর·প্রণতি·বিকাশ·অভিনীত
জরাসন্ধের
পাড়ি
পরিচালনা·জগন্নাথ চ্যাটার্জী·সঙ্গীত·সলিল চৌধুরী